Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-VIII, Issue-II, October 2019, Page No. 07-14
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

রবীন্দ্রনাথের উপর আধুনিক কবিদের প্রভাব

অজয় কুমার দাস
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, বিবেকানন্দ মিশন মহাবিদ্যালয়, চৈতন্যপুর, হলদিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর

Abstract

It was the phase of 'Kallol'. It was 1930's, the phase to be free from the influence of Rabindranath. The modern poets like Achinta Sengupta, Premendra Mitra, Jibanananda Dash, Buddhadeb Basu, Sudhindranath Datta, Amiya Chakraborty, Bishnu Dey etc. extended the way for Poetry after Rabindranath(Rabindrottar). There was an influence of Rabindranath in the creations of those modern Poets. Rabindranath also could not turn away his face from the modern Poets. Mythic Rabindranath also could not deny the reality of the time. One is impressed by another. Both of them have made their creations lively. In a word, both are indebeted to each other. They are inter-disciplinary characters. From 'Sesh Saptak' to 'Sesh Lekha' – during these ten years, the writings of Rabindranath have gradually become modern. The timely reality, doubt, thought about history, Internationalism etc are visible in the creations of Rabindranath Tagore. His 'Sesher Kobita' is, perhaps, the most modern novel of the Contemporary time. The influence of the modern Poets is specially visible in the Poetry of 'Parisesh', 'Punoscho', 'Aakash Pradip', 'Nabajatak', 'Sanai', 'Arogya' etc. The picture of slum-dwelling is highlighted in Anasuya. Rabindranath had given importance to the contemporary creativity of the modern Poets in the books of essays, 'Sahityer Pathe' and 'Sahityer Swarup'. He has accepted the influence of the modern Poets. He followed the inevitable dynamicity of the modern literature. He kept his faith on human beings till the end of his life.

Keynotes: Rabindranath, Kallol, Adhunik Kobi-o-Kobta, Sanai, Sahityer Pathe, Sahityer Swarup, Aestheticism, Dynamics, influence.

সেই কল্লোলের যুগ থেকে আজকের সময়েও বহু আলোচিত এই বিষয়। বিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে কল্লোল (তিরিশের দশক) বড় বাঁক। আজ কয়েক দশক পরেও প্রশ্ন হয়ে একই বিন্দুতে বারবার ফিরে ফিরে আসে।হতে পারে, যুক্তির মহতী অপচয়, কিন্তু তা নয় ।এত আড্ডা, এত আলোচনার বর্ণাঢ্য নিমন্ত্রণ ছিল যে, সাহিত্যের পালে নতুন হাওয়া, উত্তরণের আঁচ,তা ঢুকে পড়েছিল সেকালের বৈঠকী আলাপের আনাচে কানাচে।

সময়ের স্রোত। এ এক বড় টান, যে টানে টলে যান ধ্যানস্থ রবীন্দ্রনাথ। কবীন্দ্র রবি। দিব্য অনুভব ও অনাত্মীয় হয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ! তিনিও কি?

ছাত্র অবস্থা থেকে জেনে আসা আমাদের খুবই চেনা কথা, কল্লোলের কালের পুরভাগে থাকা কবি অচিন্ত্য সেনগুপ্ত তাঁর 'কল্লোল যুগ' গ্রন্থে লিখেছেন-

"এ মোর অত্যুক্তি নয়, এ মোর যথার্থ অহংকার,
যদি পাই দীর্ঘ আয়ু,হাতে যদি থাকে এ লেখনী,
কারেও ডরি না কভু,.....
.....
সম্মুখে থাকুন বসি পথ রুধি রবীন্দ্র ঠাকুর
আপন চক্ষের থেকে জ্বালিব যে তীব্র তীক্ষ্ম আলো
যুগ সূর্য ম্লান তাঁর কাছে। মোর পথ আরো দূর।"[১]

তিনি কি থমকেই রইলেন? আধুনিক সাহিত্যে অনাত্মীয় থাকলেন? এ কেমন করে হয়। অবিরাম তপস্যায় সম্পূর্ণ যে দেহ দিব্যতার স্পর্শ পায়, সহস্র বৎসরের আগামী স্থির দৃষ্টি বিন্দুতে জ্যোতি বিকীরণ করে, সেই রবীন্দ্রনাথ কি প্রলয় কালেও অন্ধ থাকবেন।সময় কি মহামানবকে দোলায় না? হয়তো ক্ষয় নেই। লয় নেই। তিনি আধুনিক। এমন স্থির ঋষিসুলভ মানুষ, যিনি যুগের বিচলনে দোলেন না। এ কি শুধু এক জাতীয় নির্বেদ মৌনতা? আধুনিকদের "অহংকার" কে কি তিনি আবিল দৃষ্টিতে দেখে থাকবেন শুধু? বুদ্ধদেব বসু "শেষের কবিতা"আলোচনা প্রসঙ্গে লিখেছেন-"শেষের কবিতার আবির্ভাবের সময় আমি ছিলাম কলেজের ছাত্র এবং বাংলা সাহিত্যে নবাগত।বাংলা সাহিত্যের একটি সন্ধিক্ষণ তখন, কল্লোলকে কেন্দ্র করে হাওয়া বদল ঘটেছে, আর তাই নিয়ে মুখর হয়ে উঠেছে সমালোচনা। [.....] তারুণ্যের সেই সংঘাতের দিনে রবীন্দ্রনাথের আদর্শ আর মেনে নিতে পারছি না আমরা"।[২]

আধুনিকরা হয়তো ভাবতে পারছেন না। কেননা সে এক বহতা স্রোত। সম্মিলিত সৃষ্টির দুর্বার গতিতে রবীন্দ্রনাথ হয়তো সত্যি সত্যি বসে থাকবেন অনন্যোপায় হয়ে। তুচ্ছ জীবনের অলিতে গলিতে বাঁক খাওয়া সৃষ্টি। ভাব আর রূপের নতুন রাজপথে হয়তো বা তিনি বিপন্নবোধ করবেন। ঝড়ের পর সৃষ্টির ঝড় আসে, হয়তো তিনি স্বপ্নময় নিথর নিরাবেগে স্থির সন্ন্যাসীর উদারতা নিয়ে আপন পথেই চলবেন। নতুবা স্পর্ধার কাছে মাথা নত করবেন। বুদ্ধদেব বসু তাঁর "রবীন্দ্রনাথঃ কথাসাহিত্য"- গ্রন্থে লিখেছেন-

"ঠিক এইরকম সময়ে রবীন্দ্রনাথের দুটি নতুন উপ্যনাস বিভিন্ন মাসিকপত্রে পরপর দেখা দিলো।.....শেষের কবিতার প্রথম কিস্তি বেরনো মাত্র বিকিয়ে যেতে লাগলো। মাসে মাসে এই আশ্চর্য নতুন রচনাটি পড়তে পড়তে আমাদের মনে হল যেন একটা বন্ধ দুয়ার, যা আমাদের আনাড়ি হাতের আঘাতে কোন উত্তর দেয় নি, তা এক জাদুকরের স্পর্শে হঠাৎ খুলে গেলো- দেখা গেলো আমাদের অনেক স্বপ্নের চোখ ধাঁধানো মূর্তি আমরা যা কিছু চেষ্টা করছিলাম অথচ ঠিক পারছিলাম না, সেই সবই রবীন্দ্রনাথ করেছেন- কী সহজে কী সম্পূর্ণ করে কী সুন্দর ভঙ্গিতে। মনে হল বইটা যেন আমাদেরই, অর্থাৎ নবীন লেখকদেরই উদ্দেশ্যে লেখা, আমাদেরই শিক্ষা দেবার জন্য এটি গুরুদেবের একটি তির্যক ভৎসনা। অবাক হয়ে দেখলুম রবীন্দ্রনাথের "আধুনিক মূর্তি"- আমরা আধুনিক বলতে যা ভাবছিলাম ঠিক তা নয়,কিন্তু তারই কোন সার্থক রূপান্তর যেন আমাদের কল্পিত রবীন্দ্র যুগের সীমানা এক ধাক্কায় অনেক দূরে সরে গেলো। বারবার যিনি নবজাত, প্রায় সত্তর বছরে আবার তার এক নতুন জন্ম"।[৩]

এখন একটি মৌল প্রশ্নের সারাৎসার আমাদের এই প্রবন্ধের প্রধান আলোচিত বিষয়। রবীন্দ্রনাথ আধুনিকদের দ্বারা প্রভাবিত কিনা? সমকালে তিনি আধুনিক- একথা ঠিক। এই আধুনিকতা কি তাঁর সহজাত কবি স্বভাব? না যুগ প্রভাবিত? আসলে যুগপোযোগী আধুনিকতা রবীন্দ্রনাথেও ছিল। তাঁর সৃষ্টি আধুনিক কবি ও কবিতাকে প্রভাবিত করেছে এ কথা সত্য। কিন্তু তিনি আধুনিকদের দ্বারা কি প্রভাবিত? এই বিষয়টি যথোচিত সতর্কতার সঙ্গে বিবেচনা করা দরকার। রবীন্দ্রনাথ দেবোপম এবং মহত্তম প্রতিভার আধিকারী। রবীন্দ্র পূজা কবি ও সমালোচকদের কাছে ছিল

সাধারণ বিষয়। মানুষ দেবতা হলে তাঁর সমালোচনা তো অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু সমকালের সমাজ বাস্তবতা আর সংস্কার- বিশ্বাসের বাঁধা গতের মধ্যে রবীন্দ্রনাথও ছিলেন মানুষ। ছিলেন একান্তই রক্ত মাংসের মানুষ। সামাজিক প্রখরতা আর সংস্কার- বিশ্বাসের হিমেল বাস্তবতা তাঁকে ছুঁয়ে যায় কখনো কখনো।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মুখে দাঁড়িয়ে থাকা সময় ছিল একান্তই অবিশ্বাসী। মানুষের মুক্তি যেমন প্রেমে, কবিতার মুক্তিও সেই প্রেমে। আধুনিক কবিতা প্রেমে অবিশ্বাসী? না, এই অবিশ্বাস নিয়ে আধুনিক কবিতা বিশেষ বাঁচে না। সংশয় ক্লান্তি, ক্ষয়, ক্ষরণ- বাঁচার পৃথিবীটা যেন বড্ড খাটো। তবুও শুধু শুধু শূন্যতা, শুধু শুধু বিরক্তি, শুধু অর্থহীন নৈরাশ্যের অবশেষ নিয়ে কবিতা শিল্প গড়ে উঠে কি? যদি না তাঁর অন্তর্নিহিত তাৎপর্যে মহতী পূর্ণতা থাকে। আধুনিক কবিতায় নেতির নির্মাণ আছে, কিন্তু তাঁর উত্তরণের অভীপ্সা চারিত হয়েছে ফল্গুর তলে তলে। তবুও এক বেখেয়ালি, বহেমিয়ান আবেগ শরবিদ্ধ জীবনকে ভালবাসার উচ্চারণ শোনায়। রবীন্দ্রনাথেও সংশয়, ক্লান্তি, বিষণ্ণতা আছে। আছে অচেনা গলিপথ, নানা আঁকিবুঁকি যা ব্যতিক্রমী ও ছকহারা সৃষ্টি। এগুলি অনিবার্য আধুনিকতা নিয়ে হাজির হয়। বাস্তবতা ও আধুনিক সাহিত্য প্রসঙ্গে কবির (রবীন্দ্রনাথের) দোলাচলতা একটা স্বতন্ত্র অধ্যায় হতে পারে। যদিও ভিন্ন প্রসঙ্গ, তবুও বাস্তবতার বীভৎস ক্ষতগুলিকে হয়তো তিনি দেখেছিলেন। "আধুনিক সাহিত্য" গ্রন্থের "শুভ বিবাহ" প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন-

> *"য়ুরোপীয় সাহিত্যে কোথাও কোথাও দেখিতে পাই, মানব চরিত্রের দীনতা ও জঘন্যতাকেই বাস্তবিকতা বলিয়া স্থির করা হইয়াছে"।*[৪]

একথা ঠিক রবীন্দ্রনাথ আধুনিকদের সম্পর্কে স্বল্পবাক। ইংরেজীয়ানা, ডারউইন, ফ্রয়েড,মার্কস, আইনস্টাইন এঁদের বিশ্ববীক্ষায় সৃষ্টিসুখের উল্লাস ঘোষণা করেছে আধুনিক কাব্য। সেই কল্লোলিত কল্লোলের আলোড়ন আর চাপান উতোর, ক্যাকটাস সর্বস্ব বালু কাঁকরে পথে রবীন্দ্রনাথ অবগাহন করেন নি। তবুও সে সময়ের আধুনিক বাংলা কবিতাকে অপাংক্তেয় বা ব্রাত্য বলার কোন উপায় রইল না।

রবীন্দ্রানাথ দেখেছিলেন আধুনিক কবিদের সৃষ্টি প্রচেষ্টাকে। এক কৌতূহলী অনুসন্ধিৎসা তাকে টেনেছিল। এ ক্ষেত্রে তাঁর সম্পর্কে বিষণ্ণ উদাসীনতার অভিযোগ টেকে না। কি পাশ্চাত্য, কি প্রাচ্য- কবিতার গতিমুখ সবই মরমী হৃদয়বান অনুভূতিতে তিনি আত্মস্থ করেছিলেন। অচিন্ত্য সেনগুপ্ত লিখেছেন-"রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ। তিনি একদেশদর্শীর মত শুধু দোষেরই সন্ধান নেন নি, যা প্রশংসনীয় তাকেও সংবর্ধনা করেছেন। তিনি জানতেন এক লেখা আরেক লেখাকে অতিক্রম করে যায় বারে বারে, আজ যা প্রতিমা কালকে আবার তা মাটি- আবার মাটি থেকেই নতুনতর মূর্তি। তাই আজ যা খোলা কাল তাই সুনির্মল। প্রশ্ন হচ্ছে বেগ আছে কিনা স্রোত আছে কিনা- আবদ্ধ থাকলেও আছে কিনা বন্ধনহীনের দৃষ্টিপাত। তাই সেদিন তিনি শৈলজা প্রেমেন-বুদ্ধদেব-প্রবোধ কাউকেই স্বীকার করতে বা সংবর্ধনা করতে কুণ্ঠিত হন নি"।[৫]

তাঁর সৃষ্টির জায়গায় জায়গায় আছে এমনই নবীন বরণ। কবিতা থেকে কথাসাহিত্য। সবই এক সৃষ্টিশীল জ্ঞানপিপাসু মানুষের ধ্যনস্থ বিশ্ববিদ্যা। সৃষ্টি রহস্যের মূল নির্যাস, ভারতীয় সংস্কৃতির যাদুকর, জাতির শিক্ষক, তিনিও যে আজীবন ছাত্র থেকে যেতে পারেন সে কথা পাই তাঁর সমকাল নির্ভর লেখনীর পাতায় পাতায়। কবি "আকাশ প্রদীপ" কাব্যগ্রন্থের "সময় হারা" কবিতায় লিখেছেন-

> *"পুরানো সে নতুন আলোয়*
> *জাগল নতুন কালে"।*[৬]

যুগের যন্ত্রণা শুধু বিষণ্ণতা, কুরে কুরে খায়। বাস্তব মুহূর্তে মুহূর্তে ভেঙ্গে ভেঙ্গে যাচ্ছে। অপূর্ণতা আর ভাঙ্গা মন। অন্তরে প্রকাশের তাগিদ, এক অশেষ অস্থিরতা, কিন্তু যুগজ্বরের বেদনাকে এড়ানোর উপায় কি? সমস্ত যুগ আধুনিক

কবিদের কাব্যে ধরা পড়েছে। আত্মপ্রত্যয়ী রবীন্দ্রনাথ যুগের যন্ত্রণা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন না। বরং যুগযন্ত্রণাকে গ্রহণ করলেন। আসলে কালকে কবি ধারণ করলেন প্রত্যয়ী নীলকণ্ঠের মত। কালচেতনা আর ইতিহাসবোধের গভীরে ডুবে থাকা আত্মজ্ঞানী পুরুষের কাছে আগামী মেঘমুক্ত আকাশের মত প্রতিভাত হচ্ছিল। অন্বেষণ রবীন্দ্রনাথের কাছে নতুন নয় বরং প্রকৃতি নির্মিত ঝর্ণা ধারা সৃষ্ট স্বচ্ছ হ্রদ। শরৎচন্দ্রের কাছে 'চোখের বালি'(১৯০৩) উপ্যনাসের আধুনিকতা হয়তো সেই কারণেই। 'চোখের বালি' তো সমস্ত আধুনিক উপ্যনাসের অগ্রপথিক হতে পারে। তবুও কল্লোল কালের উন্মনা বহেমিয়ানারা হাওয়া রবীন্দ্রনাথের ধ্যনস্থ মগ্নতাকে টলিয়ে দিল সহসা। "শেষসপ্তক" থেকে "শেষলেখা" এই দশ বৎসরের কাব্য সাধনা সেই মানসভূমি পরিবর্তনের চিহ্নিত মহেন্দ্রক্ষণ। রবীন্দ্রনাথ আধুনিক কবিদের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। তাঁর লেখায় তা বোঝা যায়। সে পরিচয় মেলে তাঁর একাধিক রচনায়,নির্মাণের স্তরে স্তরে। কবি "আকাশ প্রদীপ" কাব্যগ্রন্থ উৎসর্গ করেছেন সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে। সুধীন্দ্রনাথকে তিনি লিখেছিলেন- "বয়সে তোমাকে অনেক দূরে পেরিয়ে এসেছি, তবু তোমাদের কালের সঙ্গে আমার যোগ লুপ্তপ্রায় হয়ে এসেছে, এমনতর অস্বীকৃতির সংশয়বাক্য তোমার কাছ থেকে শুনি নি। তাই আমার রচনা তোমাদের কালকে স্পর্শ করবে আশা করে এই বই তোমার হাতের কাছে এগিয়ে দিলুম। তুমি আধুনিক সাহিত্যের সাধনক্ষেত্র থেকে একে গ্রহণ করো।

"তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর"[৭]

"নবজাতক" কাব্যগ্রন্থের সূচনায় কবি বলেছেন-

"কাব্যে এই -যে হাওয়া বদল থেকে সৃষ্টিবদল এ তো স্বাভাবিক, এমনই স্বাভাবিক যে এর কাজ হতে থাকে অন্যমনে।।[.....] কিন্তু এ আলোচনা আমার পক্ষে সংগত নয়। আমি তাই নবজাতক গ্রন্থের ভার অমিয়চন্দ্রের উপরেই দিয়েছিলুম"।[৮]

বুঝতে অসুবিধে হয় না যে রবীন্দ্রনাথ আধুনিক কবি ও কবিতা সম্পর্কে কতখানি অনুসন্ধিৎসু ছিলেন। আধুনিক কবিতার স্বরূপ বৈশিষ্ট্য তাঁর কবিতায় কতখানি অন্তরঙ্গ হয়েছিল তা তাঁর কাব্য ইমারতের পাতায় পাতায় ধরা পড়ে। "সানাই" এর "পরিচয়" কবিতায় কবি লিখেছেন-

"বয়স ছিল কাঁচা
বিদ্যালয়ের মধ্য পথের থেকে
বার হয়েছি আই এ-র পালা সেরে।
মুক্ত বেণী পড়ল বাঁধা খোঁপার পাকে,
নতুন রঙের শাড়ী দিয়ে
দেহ ঘিরে যৌবনকে নতুন নতুন ক'রে
পেয়েছিলুম বিচিত্র বিস্ময়ে"।[৯]

রবীন্দ্রনাথ বস্তি জীবনের সঙ্গে কিভাবে সম্পৃক্ত হয়েছিলেন, সে পরিচয়ও মেলে"সানাই" এর "অনসূয়া" কবিতায়-

কাঁঠালের ভূতি- পচা, আমানি, মাছের যত আঁশ,
রান্না ঘরের পাঁশ,
মরা বিড়ালের দেহ, পেঁকো নর্দমায়
বীভৎস মাছির দল ঐকতান বাদন জমায়।
শেষ রাত্রে মাতাল বাসায়

স্ত্রীকে মারে, গালি দেয় গদ্ গদ্ ভাষায়,
ঘুম ভাঙ্গা পাশের বাড়িতে
পাড়াপ্রতিবেশী থাকে হুংকার ছাড়িতে। ভদ্রতার বোধ যায় চলে,
মনে হয় নরহত্যা পাপ নয় ব'লে।"[১০]

রবীন্দ্র সৃষ্টির এই উচ্চতা আধুনিক কবিতার অনিবার্য প্রত্যয়টিকে আত্মস্থ করেছে।এ যেন রবীন্দ্রনাথের আত্মগত বিশ্বাস থেকে জাত সৃজনী অন্বেষা। "সানাই"কাব্যের "সানাই" কবিতায় কবি লিখেছেন-

"প্রথম যুগের সেই ধ্বনি
শিরায় শিরায় উঠে রণরণি,
মনে ভাবি, এই সুর প্রত্যহের অবরোধ পরে
যতবার গভীর আঘাত করে
ততবার ধীরে ধীরে কিছু কিছু খুলে দিয়ে যায়
ভাবী যুগ আরম্ভের অজানা পর্যায়"।[১১]

কালের সততা কোন তকমামারা ক্লিষ্ট ক্ষণ প্রবাহ নয়, এক বিরামহীন স্রোত ভাবীযুগের অনিবার্য আগমনকে চিহ্নিত করে। "ভাবী যুগ আরম্ভের অজানা পর্যায়"- ভাবীযুগ - হ্যাঁ কিছু চেনা, কিছু অচেনার চোখে দেখার বস্তু নয়,কিন্তু মহাজ্ঞানীর অন্তর্লোকে ধরা পড়ে। সামাজিক দীনতার সাহসী সমীক্ষণ, কবিতা শিল্পের অভিমান ও আর্তি,কবিতার বহুকৌণিক স্বর, এরকম যাবতীয় আয়োজন, কর্মশালাকে ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে সৃষ্টির মুক্তি নির্মাণ সম্ভব ছিল। কবিভাষা বিশ্বভাষায় উন্মোচন মহৎ স্রষ্টার কাজ।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর শেষ দিকের সৃষ্টিতে কবিতার রূপ ও রীতি নিয়ে অনুসন্ধান করেছেন। কিন্তু তিনি এলিয়ট হয়ে উঠেন নি। আসলে রবীন্দ্রনাথের মানস গঠন এলিয়টের মত ছিল না। হরিপদ কেরানীর কথা পাঠক জানেন। কবিতার শেষে কবি আকবর বাদশা আর সামান্য কেরানীর মধ্যে কোন তফাৎ রাখেন নি। আর ধলেশ্বরী নদী তীরের সাধারণ মেয়েটি যার কপালে সিঁদুর, পরনে ঢাকাই শাড়ী- আমাদের চেনা বাস্তবতায় কবি কল্পনার মায়া কাজল পরিয়েছেন। কেরানীর অস্বাস্থ্যকর ঘর কবিতায় আর থাকল না।

আধুনিক কাব্য প্রসঙ্গে তাঁর "সাহিত্যের পথে", "সাহিত্যের স্বরূপ" এই দুটি প্রবন্ধ গ্রন্থে কবির দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় মেলে। "সাহিত্যের পথে" গ্রন্থটি কবি উৎসর্গ করেছেন কবি অমিয় চক্রবর্তীকে। "উৎসর্গ" অংশে কবি তাঁর সৌন্দর্য সম্পর্কে বিবর্তিত ধারণার পরিচয় দিচ্ছেন এভাবে- "একদিন নিশ্চিত স্থির করে রেখেছিলাম, সৌন্দর্য রচনাই সাহিত্যের প্রধান কাজ। কিন্তু, এই মতের সঙ্গে সাহিত্যের ও আর্টের অভিজ্ঞতাকে মেলানো যায় না দেখে মনটাতে অত্যন্ত খটকা লেগেছিল। ভাঁড়ুদত্তকে সুন্দর বলা যায় না। সাহিত্যের সৌন্দর্যকে প্রচলিত সৌন্দর্যের ধারণায় ধরা গেল না"।[১২]

সৌন্দর্য সম্পর্কে রবীন্দ্র ধারণা বদলে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। তিনি আরও বললেন-

"সাহিত্যে দুঃখকর কাহিনী কেন আনন্দ দেয় এবং সেই কারণে কেন তাকে সৌন্দর্যের কোঠায় গণ্য করি।" [১৩] *কিংবা "মন যাকে বলে এই তো নিশ্চিত দেখলুম, অত্যন্ত বোধ করলুম, জগতের হাজার অচিহ্নিতের মধ্যে যার উপর সে আপন স্বাক্ষরের সিলমোহর দিয়ে দেয়, যাকে আপন চিরস্বীকৃত সংসারের মধ্যে ভুক্ত করে নেয়- সে অসুন্দর হলেও মনোরম, সে রসস্বরূপের সনন্দ নিয়ে এসেছে। সৌন্দর্য প্রকাশই সাহিত্যের বা আর্টের মুখ্য লক্ষ্য নয়'।*[১৪]

এ সত্ত্বেও রবীন্দ্র দোলাচলতা ও সংশয়বোধের ইঙ্গিতকে অস্বীকার করা যাবে না। বিভিন্ন সময়ে তাঁর লেখা থেকে আধুনিকদের সম্পর্কে তাঁর ধারণা স্পষ্ট করা যেতে পারে।

১) "আমাদের দেশের নবীন লেখকদের সঙ্গে আমার পরিচয় পাকা হবার মতো যথেষ্ট সময় পাই নি, এ কথা আমাকে মানতেই হবে।"[১৫]

২) "পৌরুষের মধ্যে শক্তির আড়ম্বর নেই, শক্তির মর্যাদা আছে;সাহস আছে,বাহাদুরি নেই। অনেক নবীন কবির লেখায় এই সবলতার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে; বোঝা যায় যে, বঙ্গ সাহিত্যে একটি সাহসিক সৃষ্টি- উৎসাহের যুগ এসেছে। এই নব অভ্যুদয়ের অভিনন্দন করতে আমি কুণ্ঠিত হই নে"।[১৬]

৩) "আধুনিক সাহিত্যে সেই রকম শিশিতে-সাজানো বাঁধি বুলি আছে- অপটু লেখকদের পাকশালায় সেইগুলো হচ্ছে "রয়ালিটির কারি পাউডার"। ওর মধ্যে একটা হচ্ছে দারিদ্র্যের আস্ফালন, আর- একটা লালসার অসংযম"।[১৭]

৪) "দেশের দারিদ্র্যকে এঁরা কেবল নব্যসাহিত্যের নূতনত্বের ঝাঁঝ বাড়াবার জন্যে সর্বদাই ঝাল মশলার মত ব্যবহার করেন। এই ভাবুকতার কারি পাউডারের যোগে একটা কৃত্রিম সস্তা সাহিত্যের সৃষ্টি হয়ে উঠেছে। এই উপায়ে বিনা প্রতিভায় এবং অল্প শক্তিতেই বাহবা পাওয়া যায়, এইজন্যই অপটু লেখকের পক্ষে এ একটা মস্ত প্রলোভন এবং অবিচারক পাঠকের পক্ষে সাহিত্যিক অপথ্য"।[১৮]

৫) "আমরা যখন ইংরেজী কাব্য পড়া শুরু করলুম তখন সেই আচার- ভাঙা ব্যক্তিগত মর্জিকেই সাহিত্য স্বীকার করে নিয়েছিল। এডিনবরা রিভিয়ুতে যে তর্জনধ্বনি উঠেছিল সেটা তখন শান্ত। যাই হোক, আমাদের সেকাল আধুনিকতার একটা যুগান্ত কাল।"[১৯]

৬) "এইজন্যে আজকের দিনে- যে সাহিত্য আধুনিকের ধর্ম মেনেছে, সে সাবেক-কালের কৌলীন্যের লক্ষণ সাবধানে মিলিয়ে জাত বাঁচিয়ে চলাকে অবজ্ঞা করে, তাঁর বাছ বিচার নেই। এলিয়টের কাব্য এই রকম হালের কাব্য।"[২০]

৭) "অনেকে মনে করেন, এই উগ্রতা, এই কালাপাহাড়ি তাল- ঠোকাই আধুনিকতা। আমি তা মনে করি নে। [.....] চিনের কবি লি-পো যখন কবিতা লিখেছিলেন সে তো হাজার বছরের বেশি হল। তিনি ছিলেন আধুনিক।আধুনিক সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের মুক্ত মনে গ্রহণ করার চেষ্টা ও ধরা পড়ে"।[২১]

৮) "আমাদের সমসাময়িক বিদেশী সাহিত্যকে নিশ্চিত প্রত্যয়ের সঙ্গে বিচার করা নিরাপদ নয়। আধুনিক ইংরাজী সাহিত্য সম্বন্ধে আমি যেটুকু অনুভব করি সে আমার সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতা থেকে, তাঁর অনেকখানিই হয়তো অজ্ঞতা [.....] একজনমাত্র বিদেশী কবির তরফ থেকে বলছি- আধুনিক ইংরাজী কাব্যসাহিত্যে আমার প্রবেশাধিকার অত্যন্ত বাধাগ্রস্ত"।[২২]

৯) "আমাদের দেশের তরুণদের মধ্যে কাউকে কাউকে দেখছি যারা আধুনিক ইংরেজী কাব্য কেবল যে বোঝেন তা নয়, সম্ভোগও করেন। তাঁরা আমার চেয়ে আধুনিক কালের অধিকতর নিকটবর্তী বলেই য়ুরোপের আধুনিক সাহিত্য হয়তো তাদের কাছে দূরবর্তী নয়। সেইজন্য তাঁদের সাক্ষ্যকে আমি মূল্যবান বলেই শ্রদ্ধা করি।"[২৩]

১০) "কিছুদিন থেকে আমি কোন কোন কবিতা গদ্যে লিখতে আরম্ভ করেছি। সাধারণের কাছ থেকে এখনই তা যে সমাদর লাভ করবে এমন প্রত্যাশা করা অসংগত।"[২৪]

১১) "মনে পড়ে, একবার শ্রীমান সত্যেন্দ্রকে বলেছিলুম, ছন্দের রাজা তুমি, অ-ছন্দের শক্তিতে কাব্যের স্রোতকে তার বাঁধ ভেঙ্গে প্রবাহিত করো দেখি।সত্যেনের মতো বিচিত্র ছন্দের স্রষ্টা বাংলায় খুব কমই আছে। [.....] আমি স্বয়ং এই কাব্যরচনার চেষ্টা করেছিলুম "লিপিকায়", অবশ্য পদ্যের মত পদ ভেঙ্গে দেখাই নি"।[২৫]

১২) "আমি অনেক সময় খুঁজি সাহিত্যে কার হাতে কর্ণধারের কাজ দেওয়া যেতে পারে, অর্থাৎ কার হাল ডাইনে-বাঁয়ের ঢেউয়ে দোলাদুলি করে না। একজনের নাম খুব বড়ো করে আমার মনে পড়ে, তিনি হচ্ছেন প্রথম চৌধুরী। প্রমথর নাম আমার বিশেষ করে মনে আসবার কারন এই যে, আমি তাঁর কাছে ঋণী"।[২৬]

জীবনের তাপ, বারুদের ঘ্রাণ, পাষাণ কঠিন বাস্তবতা,মুমূর্ষ যুগ জ্বর, চোখের স্বপ্ন ঝরে পড়া, মূল্যবোধহীনতাকে রবীন্দ্রনাথ চিনেছিলেন নির্বিকার শিল্প দৃষ্টিতে। তাঁর কাব্যবোধ কখনো অবহেলিত হয় নি। তিনি কিন্তু ভ্রষ্ট হননি। আধুনিকদের সৃষ্টিকে তিনি উদাসীনতা নিয়ে দেখেন নি, বরং তৎপর অনুসন্ধিৎসা দেখিয়েছিলেন।কিন্তু তাঁর কাছে আধুনিক কবিতার সবটা সপ্রশংস প্রশয় পায় নি। আধুনিক ইংরাজী সাহিত্যের অনুশীলন থেকে আধুনিক সাহিত্যের অনিবার্য গতি প্রকৃতি তিনি অনুধাবন করেছিলেন। অন্তরে ভীষণ সশ্রদ্ধ হয়েও রবীন্দ্র সৃষ্টি প্রকরণকে ভেঙে ফেলার অদ্যম ইচ্ছা তরুণদের ছিল। আধুনিকেরা রবীন্দ্র অভিমনের মুখাপেক্ষী ছিলেন। বারবার সংশয় এবং সংশয় উত্তরণের পথ খুঁজেছেন কবি। সুতরাং আধুনিকেরা তাঁর অবজ্ঞার বস্তু ছিলেন না। "পরিশেষ" কাব্যের "আগন্তুক" কবিতায় তিনি লিখেছেন-

"আজ তোমাদের কালে
প্রবাসী অপরিচিত আমি।
আমাদের ভাষার ইশারা
নিয়েছে নূতন অর্থ তোমাদের মুখে।
ঋতুর বদল হয়ে গেছে-
[.....]
কালের নৈবেদ্যে লাগে যে সকল আধুনিক ফুল
আমার বাগানে ফোটে না সে।
[.....]
তাই তো আমাকে দিতে হবে
বড়ো কিছু দান
দানের একান্ত দুঃসাহসে"।[২৭]

"পুনশ্চ" তেমনই এক আধুনিক সৃষ্টি। রবীন্দ্র সৃষ্টি বলয়ের প্রতিপক্ষ হওয়া আধুনিকদের পক্ষেও কষ্টকর হয়েছিল। কবি "পুনশ্চ" কাব্যের "নূতন কাল" কবিতায় লিখেছেন-

"আমার বাণীকে দিলেম সাজ পরিয়ে
তোমাদের নতুন অলংকারে
যেখানে আমার পুরানো কাল অবগুণ্ঠিত মুখে চলে গেল
যেখানে পুরাতনের গান রয়েছে চিরন্তন হয়ে।
আর, একলা আমি আজও এই নতুনের ভিড়ে বেড়াই ধাক্কা খেয়ে
যেখানে আজ আমি আছি কাল নেই"।[২৮]

আধুনিকেরা রবীন্দ্রনাথকে প্রণাম করে এগোতে চাইলেন। সুধীন্দ্রনাথ সতর্ক করলেন-" তপস্যা কঠিন রবীন্দ্রনাথের পক্ষে যেটা মোক্ষ, আমাদের ক্ষেত্রে তা হয়তো সর্বনাশের সূত্রপাত"।[২৯]

এই পারম্পারিকতা সত্ত্বেও এক দূরত্ব থেকে যায়। রবীন্দ্রনাথ আধুনিক, অবশ্যই তাঁর নিজের মত। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত এক চিরন্তনতাকে লালন করে গেছেন সযত্নে। সংশয় এসেছে,কিন্তু বিশ্বাস রাখতে চেষ্টা করেছেন মানবতায়। "সভ্যতার সংকট" প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ উচ্চারণ করেছেন- "মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারান পাপ। সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষা করব"।[৩০]

তথ্যসুচি:

১. অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, কল্লোল যুগ।
২. বুদ্ধদেব বসু, "রবীন্দ্রনাথঃ কথাসাহিত্য," নিউ এজ, কলকাতা, ১৯৬২
৩. তদেব
৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্ররচনাবলী, খণ্ড ৫, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪০২, পৃ. ৫৯০
৫.অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, কল্লোল যুগ।
৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্ররচনাবলী, খণ্ড ১২, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪০২ পৃ. ৮৮
৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৯
৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৩
৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮০
১০. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৩-১৯৪
১১. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৩
১২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২১
১৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২২
১৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২৩
১৫ পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৫৬
১৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৫৬-৪৫৭
১৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৫৭
১৮. তদেব
১৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬৩
২০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬৭
২১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬৮-৪৬৯
২২. পূর্বোক্ত, খণ্ড ১৪, পৃ. ১৮৭
২৩. তদেব
২৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯০
২৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯১
২৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৩-১৯৪
২৭. পূর্বোক্ত, খণ্ড ৮, পৃ. ১৮৬-১৮৭
২৮. পূর্বোক্ত, খণ্ড ৮, পৃ. ২৩৮-২৩৯
২৯. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, ছন্দমুক্তি ও রবীন্দ্রনাথঃ, স্বগত, ভারতী ভবন, ১৯৩৭
৩০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্ররচনাবলী, সভ্যতার সংকট, খণ্ড ১৩, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪০২, পৃ. ৭৪৪